প্রথম আলো

তারিখ ... 2 1 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

কুমিল্লা সার্ভে ইনস্টিটিউট

শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে ভাঙচুর ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে আহত ২০

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

কুমিল্লা সার্ভে ইনস্টিটিউটে গতকাল বুধবার পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় পুলিশের ছয় সদস্যসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস ও শটগানের কয়েকটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। ঘটনাস্থল থেকে সাত ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। এর আগে শিক্ষার্থীরা দরজায় তালা দিয়ে শিক্ষকদের চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন। তাঁরা ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও প্রশাসনিক ভবনে ভাঙচুর চালান।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনস্টিটিউটের দুটি ছাত্রাবাস বন্ধ করে দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ছাত্রাবাস ত্যাগ করেন। তবে বিভিন্ন বর্ষের রেফার্ড (পরিপূরক) পরীক্ষা চলবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন ধরে দেশের একমাত্র সার্ভে ইনস্টিটিউট কুমিল্লার শিক্ষার্থীরা তাঁদের চাকরির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও ওই ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সার্ভেয়ার নিয়োগের দাবি জানিয়ে মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করছিলেন। এসব দাবি আদায়ে গতকাল দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁরা। এ নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ গতকাল বৈঠকেও বসে।

বৈঠকে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবি প্রসঙ্গে বলে, কারিগরি বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এটা সময়সাপেক্ষ। ধৈর্য ধরতে হবে। কিন্তু এসব কথা শুনে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শিক্ষার্থীরা বৈঠক থেকে বেরিয়ে যান এবং প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষকদের তালাবদ্ধ করে রাখেন। তাঁরা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ভবনে ভাঙচুর চালান। এরপর তাঁরা কাঠের গুঁড়ি ও লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে কুমিল্লা-কোটবাড়ি সড়কে যান, চলাচলে বাধা দেন। শিক্ষার্থীরা আবার ক্যাম্পাসে ঢুকে ভাঙচুর এবং পুলিশের ওপর হামলা চালান। ওই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ছয় পুলিশ সদস্যসহ ২০ জন আহত হন। সদর দক্ষিণ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নূর মিয়া বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ তিন রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাতটি শটগানের ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

আহত পুলিশ সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন কুমিল্লার সদর দক্ষিণ থানার কনস্টেবল আবদুল হামিদ, শাহ আলম, মাহমুদুর রশীদ, নরেশ চক্রবর্তী, নাজমুল হাসান ও হাবিলদার মোশারফ হোসেন। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, 'পুলিশ বিনা উসকানিতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে, গ্রেপ্তার করেছে। এটা অন্যায়।'

পুলিশ বিকেল সোয়া চারটার দিকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তালা ভেঙে শিক্ষকদের উদ্ধার করে। পরে ইনস্টিটিউটের

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৭

সংঘর্ষে আহত ২০

শেষ পৃষ্ঠার পর

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক হয়। এতে অনির্দিষ্টকালের জন্য রজনীগন্ধা ও সুরমা ছাত্রাবাস দুটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ছাত্রাবাস খালি করার সিদ্ধান্ত হয়।

কুমিল্লার সদর দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাদাৎ হোসেন বলেন, দাবি আদায় নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালান। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সাত শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে সদর দক্ষিণ থানায় নিয়ে গেছে। তাঁরা হলেন চতুর্থ বর্ষের কাইয়ুম ইসলাম শাহীন, সবুজ হোসেন; তৃতীয় বর্ষের নেছার উদ্দিন, বোরহানউদ্দিন ও তরিকুল ইসলাম; দ্বিতীয় বর্ষের সিরাজুল ইসলাম ও সজীব পাল।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিক্ষার্থীদের দাবি যৌক্তিক। কিন্তু তাদের ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। তা না করে তারা ভাঙচুর চালায়। শিক্ষকদের তালাবদ্ধ করে রাখে। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট এসে শিক্ষকদের উদ্ধার করে।'